আত্মশক্তি

রংপুর অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের করোনা সহিষ্ণু গ্রাম বিনির্মাণের বার্তা

প্রথম পাতা বর্ষ-০১, সংখ্যা-০১, ২৪ জুলাই ২০২০

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় করোনা সহিষ্ণু গ্রাম

'করোনা' লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট:

সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস আতঙ্কে যখন সকল মানুষে প্রান সংকটে ভুগছে, সেই অশুভ শক্তির প্রকোপ থেকে আলাদা নয় আমাদের বাংলাদেশ। প্রাণ সংকটময় এই করেনা ভাইরাস গোটা মানব জাতির সম্মুখে হাজির হয়, নির্মম মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। দিনের পর দিন বাড়তে থাকে মৃত্যুর মিছিল। এই পরিস্থিতির সামনে মানুষ একেবারে অপ্রস্তুত। করেনা ভাইরাস, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স এই নতুন শব্দগুলো গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে একদম নতুন। সকলে গুলিয়ে ফেলছে কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন এই শব্দগুলোকে। এমতাবস্থায় গ্রামের নিরুপায় সাধারন মানুষগুলোর পাশে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্রত গ্রহন করেন একদল উদ্যোমী মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' এর প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী সদস্যরা স্থানীয় সরকার ও গ্রামবাসীকে সম্পৃক্ত করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। শুরু হয় করোনা মহামারী প্রতিহত করার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। সকলে মিলে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ক্ষেত্রভূমির নাম পূর্ব কচুয়া সরকারপাড়া গ্রাম।

ঐক্যবদ্ধ শক্তি:

গংগাচড়া উপজেলাধীন নোহালী ইউনিয়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের ব্রত নিয়ে ২০১৭ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' এর সহযোগিতায় ইউনিয়নের ১১ টি গ্রামের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী, বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিকবৃন্দ ও সুধীজনদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)। তারই একটি গ্রাম পূর্বকচুয়া সরকার পাড়ায় রয়েছে একটি সুসংগঠিত ভিডিটি। ভিডিটিতে ৮ জন নারী, ৯ জন পুরুষ মিলে মোট সদস্য ১৭ জন। স্বেচ্ছাব্রতীদের নেতৃত্বে এই গ্রামে গড়ে উঠেছে দুইটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনে গ্রামের ৩২ জন যুক্ত হয়েছেন। ২০১৭ সাল থেকে ভিডিটি ও সংগঠনের সদস্যরা সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি, শিশু

বিবাহ প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বিরোধ নিরসন, বেকারত্ব ঘুচাতে আয়মূখী কাজে সম্পৃক্তকরন, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করন, নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরন, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু স্কুলে ভর্তিকরন, ঝড়েপড়া রোধ সহ নানামূখী কার্যক্রম। এই গ্রামে ১২১ টি পরিবারে মোট জন সংখ্যা ৪৭৬ জন। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ৭%, বিধবা ৩%, প্রতিবন্ধী ২%, শিশু ৩৪%, যুবক ১৬% এবং ৩০% মধ্যবয়সী মানুষের বসবাস। বেশিরভাগ মানুষ কৃষক ও কৃষিমজুর। সময়ের দাবী অনুযায়ী করোনা ভাইরাস সংকটময় পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিয়েই গ্রাম উন্নয়ন দলের স্বেচ্ছাব্রতীগন করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ে তুলতে সম্মুখ সারিতে নেতৃত্ব প্রদানের ব্রত গ্রহন করেছেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা:

বিশ্বের সকল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের বিষয়ে জানিয়েছেন, ভ্যাকসিন আবিষ্কারে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। এমনি পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি বার্তা মেনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেতনতার বিকল্প নেই। **'নিজে সচেতন হই, অন্যদের সচেতন করি; সকলে মিলে করোনা সহিষ্ণু গ্রাম নিশ্চিত করি'** এই চেতনাকে ধারণ করে গ্রামে সকলের সচেতনতা নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাব্রতীগন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন। গত মার্চ মাস থেকে শুরু করে এমনই কিছু কার্যক্রম হাত নিয়েছে স্বেচ্ছাব্রতীগণ। যেমন, ভিডিটি সদস্য ইয়ুথ লিডার মিত্রশেখর রায় স্বাস্থ্যবিধি বার্তা বিষয়ক লিফলেট পড়তে পারে না এরকম ৩৬ জন নারী পুরুষকে পর্যায়ক্রমে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং সঠিক-ভাবে হাত ধোয়ার কৌশল শেখানোর পরে প্রত্যেককে একটি করে সাবান বিতরন করে তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তাদের হাত ধোয়া চলমান রাখতে তিন

চলমান পাতা ২

মাস্ক পরিধান করি

সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে বারবার হাত ধুই

হাটে বাজারে সবখানে অন্তত ৩ ফিট শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করি

চারপাশ জীবানু মুক্ত রাখি

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি

THE HUNGER PROJECT

● **উপদেষ্টা:** রাজেশ দে, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ● **নির্বাহী সম্পাদক:** মোঃ শামসুদ্দীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ● **সহ-সম্পাদক:** অনুপম রায় ● **তথ্য সংগ্রহ:** চন্দ্রশেখর রায়

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চলের একটি প্রকাশনা।

আত্মশক্তি

রংপুর অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের করোনা সহিষ্ণু গ্রাম বিনির্মাণের বার্তা

 বর্ষ-০১, সংখ্যা-০১, ২৪ জুলাই ২০২০

ধাপে ১১০ টি সাবান তিনি বিতরণ করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের ৪৭ জন শিশুকে হাত ধোয়ার কৌশল শেখানো হয়। জরুরী প্রয়োজনে বা পেশাগত কারনে বাইরে গেলে মাস্ক পড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬৭ জনের মাঝে ভিডিটি ও ইউপি'র সহায়তায় মাস্ক বিতরন করেছেন। ইয়ুথ লিডার দয়াল রায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহায়তায় ৭০টি লিফলেট বিতরনের মাধ্যমে দেড় শতাধিক মানুষকে সচেতন করেন। পাড়ায় ৪টি দোকানের সামনে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইয়ুথ লিডার বকুল রায়ের নেতৃত্বে কয়েক দফা পোষ্টারিং করা হয়েছে। গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণু মুক্ত রাখতে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা চার ধাপে মোট ১২৫০ লিটার জীবানুনাশক ছিটানো হয়েছে। দোকানে সামাজিক দূরত্বে দাগ কেটে দিয়ে তা মেনে চলার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা নজরদারী অব্যাহত রেখেছেন। গ্রামের শিশুরা যাতে একত্রে ভীড় না জমিয়ে তাদের বাড়ির উঠানে খেলতে পারে তার ব্যবস্থা ও মজার ব্যায়ামের কৌশল ইয়ুথ সদস্যরা শিখিয়ে দিয়েছেন। মানুষের শারীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বেশি করে সবজি খাওয়া এবং সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণে উঠান বৈঠক অব্যাহত রেখেছেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা।

গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধ:

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ লেখাপড়া না জানা এবং অন্ধ আবেগের বশবর্তী। করোনা ভাইরাস দূর্যোগেও কিছু অসাধুলোক দ্বারা ছড়ানো গুজব বা অপপ্রচার সরল বিশ্বাসী মানুষগুলোকে প্রভাবিত করে। ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে আরও সংকটের দিকে ফেলে দেয়। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিডিটি'র সদস্যদের উদ্যোগে গ্রামের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহনে 'গুজব প্রতিরোধে করনীয়' বিষয়ে ২টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো গুজবকে সাথে সাথেই সঠিক যুক্তি তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিহত করার জন্য দুইজন ইয়ুথ লিডার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

চিহ্নিতকরন ও কোয়ারেন্টাইন :

জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজ জেলার বাইরে থেকে কেউ এলাকায় ফিরলে, তাদের খোঁজ-খবর রাখা এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চত করা হচ্ছে। এ রকম ৪ জন পুরুষ ও ২ জন নারীকে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়েছে। সন্দেহজনক একজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ পাঠিয়ে নমুনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ জানা গেছে। কোয়ারেন্টাইনে থাকা কালীন ঐ ব্যাক্তিদের সাথে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ রক্ষার মাধমে মানবিক সেবা নিশ্চত করেছেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা।

প্রান্তিক পরিবারে মানবিক সেবা প্রদান:

দেশে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার শুরুর দিকে খেটে খাওয়া কিছু মানুষ কর্মহীন হয়ে গেলে স্বাভাবিক জীবন-যাপন বাঁধার মুখে পড়ে যায়। সেই সময় ভিডিটির সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে ময়দা, সয়াবিন তেল, লবন, সাবান, বেগুন, টমেটো মিলে প্যাকেজ আকারে অসহায় পরিবা-রগুলোর মাঝে বিতরন করেছেন। গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিয়ে ৪২ জনকে ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি ত্রান সামগ্রী পেতে সহায়তা করেছেন ভিডিটি সদস্যরা। ২ জন গর্ভবতী নারীকে মহিলা

বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানে সহায়তা করেছেন। দুঃস্থ অসহায় পরিবারের জন্য সরকারের বিশেষ মানবিক সেবার অধীনে ৬ জনকে ২৫০০/- অনুদান পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেছেন। ২ জন বয়স্ক, ২ জন বিধবা, ১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সরকারি ভাতাভোগীর তালিকাভুক্ত করেছেন ভিডিটি সদস্যরা। তাছাড়াও ভিডিটি প্রতিনিধির সহযোগিতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের বরাদ্দের সুবিধাভোগী হিসেবে ১৪ জনের প্রত্যেককে ২ টি সাবান, ৪ টি মাস্ক ও ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা:

জীবন মরন স্রষ্টার হাতে, করোনা ভাইরাসে মৃত্যু লেখা থাকলে হবে, কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তির এরুপ নেতিবাচক মনোভাব ও বক্তব্য মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করে।

অর্জন:

গ্রামের সকল স্তরের মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মানার ফলে বিগত সময়ে মত মানুষজন পেটের পীড়া, স্বাভাবিক জ্বর, মাথা ব্যাথাসহ ছোট-খাটো সাধারন অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে না। সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মাঝে কোভিড-১৯ সম্পর্কে ধারনা পরিষ্কার হয়েছে। ভিডিটির সদস্যদের সক্রিয়ভাবে সচেতনতা গড়ে তোলায় এই গ্রামে এখন পর্যন্ত কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়নি।

মাস্ক পরিধান করি

সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে বারবার হাত ধুই

হাটে বাজারে সবখানে অন্তত ৩ ফিট শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করি

চারপাশ জীবানু মুক্ত রাখি

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি

THE HUNGER PROJECT

● **উপদেষ্টা:** রাজেশ দে, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ● **নির্বাহী সম্পাদক:** মোঃ শামসুদ্দীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ● **সহ-সম্পাদক:** অনুপম রায় ● **তথ্য সংগ্রহ:** চন্দ্রশেখর রায়

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চলের একটি প্রকাশনা।